ভোরের কাগজ

তারিখ

পৃষ্ঠা

প্রতিবাদের ভাষা ব্যাঙ্গ, বিদ্রূপ আর রসালো কার্টুন

কাজী সাইফুদ্দিন : ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন, পোস্টার, বিকৃত প্রতিকৃতি উপস্থাপনের মাধ্যমে উপাচার্য আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও প্রক্টর অধ্যাপক নজরুল ইসলামের পদত্যাগের দাবি এবং শামসুন্নাহার হলে পুলিশি বর্বরতার বিরুদ্ধে অভিনব প্রতিবাদ জানিয়েছে ঢাকা

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

প্রতিবাদের ভাষা

● প্রথম পাতার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। উপাচার্য এবং প্রক্টরের পদত্যাগের দাবিতে গত ৫ দিন ধরে বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে তারা। তবে গতকালের এই প্রতিবাদটি ছিল একটু ভিন্ন প্রকৃতির।

শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় নেমে এসেছিল। গতকাল রোববার ভোর ৬টা থেকে বিভিন্ন হলের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা মিছিল নিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে থাকে। সময় যতোই বাড়ছে প্রতিবাদী ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ততোই বাড়তে থাকে। এ সময় কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী হলের সামনে অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন উপায়ে প্রতিবাদ করতে থাকে। সকাল ৮টায় অবস্থান ধর্মঘটরত ছাত্রছাত্রীরা রোকেয়া হলের গেটে উপাচার্যের বিকৃত প্রতিকৃতি টাঙিয়ে ঘৃণা প্রদর্শন করে। ছাত্রছাত্রীরা ঘৃণা জানিয়ে ঐ প্রতিকৃতিতে থুথু নিক্ষেপ করে। লেখা ছিল, এই জানোয়ারকে হটাও।

দুপুরে চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা বাঁশ আর কাপড়ে তৈরি উপাচার্যের একটি বিকৃত প্রতিকৃতি সমাবেশস্থলে নিয়ে আসে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে ঐ প্রতিকৃতিটিকে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করে, তার ময়নাতদন্ত করে এবং তার পর ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করে।

এছাড়া রোকেয়া হলের বাইরের দেয়ালে উপাচার্যকে ব্যাঙ্গ করে বিভিন্ন কার্টুন সংবলিত পোস্টার প্রদর্শনীর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদ জানায়।

অবস্থান ধর্মঘটরত ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন লেখা সংবলিত প্রতিবাদী পোস্টার এবং ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন হাতে নিয়ে, গলায় ঝুলিয়ে উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করে। এই সব পোস্টারে লেখা ছিল, মানি লোকের মান ২/১ টা জুতার বাড়িতে যায় না। ছি ছি ছি আনোয়ার তুই একটা জানোয়ার প্রভৃতি। একটা কার্টুন ছিল যাতে উপাচার্য এবং ছাত্রদল ক্যাডার লুসির ব্যঙ্গাত্মক ছবি ছিল। ছবিতে লেখা ছিল, ভিসির বাসায় লুসি কেন? ভিসির বউ জবাব চাই। আরেকটা প্রতীকী প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীদের বুকে লেখা ছিল, '৭১-এর ভুট্টো, '৯০-এর এরশাদ, ২০০২ এর আনোয়ার। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা উপাচার্যের পদত্যাগসহ ২৩ জুন রাতে শামসুন্নাহার হলের পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদ জানায়।